কলকাতা হাইকোর্টে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল)

২০১৯ সালের সিআরআর ১২৮৪

সাম্পা দেব (বসু)

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য ঃ শ্রী প্রদীপ কুমার মণ্ডল।

রাজ্যের জন্য ঃ শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি, বিজ্ঞ পিপি

সুশ্রী রিতা দত্ত।

বিপরীত পক্ষ নং ২-এর জন্য ঃ কোনটিই নয়।

শুনানি শেষ হয়েছে ঃ ১৪.০৯.২০২৩

রায় হয়েছে ঃ ০৫.১০.২০২৩

বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল)ঃ--

১) বর্তমান পুনর্বিবেচনাটি ২০১৫-এর জিআর কেস নম্বর ৬০২৪-এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৫০৬ ধারার অধীনে ৩১.০৩.২০১৬ তারিখের অভিযোগপত্র নম্বর ৬৪৮/১৬ সহ কার্যধারা বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে,

যেখানে বিজ্ঞ প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা দ্বারা স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে।

২) আবেদনকারীর মামলাটি হল যে তার স্বামী সুব্রত কুমার দেব পুত্র প্রয়াত প্রভাত কুমার দেব বারুইপুর দত্তপাড়া, পঞ্চানন তালা রোড, ৮ নম্বর ওয়ার্ড, বারুইপুর পুলিশ স্টেশন একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে যে তার স্ত্রী এবং তার ছেলে ছয় বছর ধরে তার শ্বশুরের বাড়িতে বসবাস করছে। যখন সে তার ছেলের সাথে যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিল, তখন তাকে তার স্ত্রী বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এরপর তাঁর স্ত্রী বারুইপুরে তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে মারধর ও হুমকি দেন। এটি বর্তমান মামলার জন্ম দেয়।

৩) রাজ্য একটি প্রমাণের মেমো সহ কেস ডায়েরিটি রেখেছে।

৪) যথাযথ পরিষেবা সত্ত্বেও, বিপরীত দল নম্বর ২ এর পক্ষে কোন প্রতিনিধিত্ব নেই।

৫) কেস ডায়েরি সহ রেকর্ডের উপকরণ থেকে, এটি প্রদর্শিত হয় যেঃ-

i) ২০০১ সালে দুজনের বিয়ে হয়।

ii) ২০০৯ সালে তাদের একটি সন্তান/ছেলে হয়।

iii) স্বামীর মায়েরও ২০০৯ সালে মৃত্যু হয়।

iv) অভিযুক্ত/স্ত্রীর বাবা ২০২১ সালে ৯০ বছর বয়সে মারা গেছেন।

v) ৭০ বছর বয়সী তার মা উভয় চোখেই অন্ধ।

vi) আবেদনকারী তার পিতামাতার বাড়ির কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।

vii) অভিযোগকারীর বাবা-মায়ের কেউই জীবিত নেই।

viii) তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে, বিপরীত পক্ষ নং ২/স্বামী/অভিযোগকারী আবেদনকারী/উইটফের পরিবারের সাথে বসবাস করছেন।

ix) বিবাদটি অভিযোগকারীর বাড়ি বিক্রি/ধরে রাখার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

x) অভিযোগকারী/স্বামীর বিরুদ্ধে মানসিক বা শারীরিক নিষ্ঠুরতার কোনও অভিযোগ না থাকায় কোনও বৈবাহিক সমস্যা দেখা যাচ্ছে না।

৬) এই ধরনের পরিস্থিতি থাকায়, পক্ষগুলির মধ্যে প্রধান সমস্যা হল তাদের থাকার জায়গা।

৭) কিন্তু এই মামলার পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে আবেদনকারী/স্ত্রীকে এখানে সমর্থন করে।

৮) যে স্কুলে সে/তার স্ত্রী পড়ায় তা তার মায়ের বাড়ির কাছে, যিনি দাখিল করা অক্ষমতা শংসাপত্র থেকে দেখা যায়, তিনি উভয় চোখেই ১০০% অন্ধ।

৯) অভিযোগকারী/স্বামীর বাবা-মা জীবিত নন এবং তিনি চাকরিও করেন না।

১০) স্বীকারযোগ্য যে, ২০০৯ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি আবেদনকারীর পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করছেন।

১১) এখন যখন স্ত্রীর মা উভয় চোখেই অন্ধ, তার দেখাশোনা ও সুরক্ষার জন্য কেউ নেই, তখন বিপরীত পক্ষ নং ২/স্বামী অযৌক্তিক হয়ে উঠছে।

১২) এই ধরনের পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রয়োজন যে এখানে একটি শিশু, কন্যা/আবেদনকারী, তার মায়ের মানসিক, শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন হবে, আরও তাই যখন স্বামী ২০০৯ সাল থেকে তাদের সাথে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য নেই।

১৩) স্ত্রী/সে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। তার স্কুল তার মায়ের বাড়ির কাছাকাছি।

১৪) নিজের পিতামাতার যত্ন নেওয়া একটি আবেগপূর্ণ এবং প্রেমময় কাজ। বিশ্বের কোনও শক্তি একটি শিশুকে এটি করতে বাধা দিতে পারে না এবং কোনও শিশুকে তা করতে বাধ্য করা যায় না, যদি সে না চায়।

১৫) মামলা ডায়েরিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধগুলি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করার জন্য রেকর্ডে একেবারেই কোনও উপাদান নেই এবং এইভাবে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া স্পষ্টভাবে আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

১৬) সংশোধনমূলক আবেদনটি ২০১৯ সালের সি. আর. আর ১২৮৪ হওয়ার জন্য সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।

১৭) ২০১৫ সালের জিআর কেস নম্বর ৬০২৪-এর ক্ষেত্রে পিটিশনকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৫০৬ ধারার অধীনে ৩১.০৩.২০১৬ তারিখের চার্জশিট নম্বর ৬৪৮/১৬ নম্বর সহ প্রত্যাখ্যাত কার্যধারা, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা দ্বারা স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে।

১৮) সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১৯) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি হয়ে যায়।

২০) এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হবে

সম্মতি।

২১) এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly